চট্টগ্রামে আরেকটি প্রহসনের নির্বাচন চলছে: রিজভী

চট্টগ্রামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ইসির যৌথ প্রযোজনায় আরেকটি প্রহসনের নির্বাচন চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

বুধবার সকালে আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে শীতবস্ত্র বিতরণকালে তিনি এ অভিযোগ করেন।

রিজভী বলেন, চসিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে পুলিশি তাণ্ডব চলেছে। সেখানে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা একদিন আগে মিটিং করে নির্দেশনা দিয়েছেন, কীভাবে বিএনপি নেতাদের গ্রেফতার করে, এজেন্টদের গ্রেফতার করে বিএনপিকে এলাকাশূন্য করে ভোট ডাকাতি করা যায়। তারা তাই করছেন। এ নির্বাচন প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিনি বলেন, বুধবার প্রভুদের খুশি করতে বাংলাদেশে করোনার টিকার ট্রায়াল শুরু হচ্ছে। মানুষের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে এই টিকা দেওয়া হচ্ছে।

বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর শরাফত আলী সপুর উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ও মুন্সীগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান রতন, সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস ধীরন, সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের ভাইস চেয়ারম্যান আওলাদ হোসেন উজ্জ্বল, জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন খান, ছাত্রদল নেতা মুন্নাসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

করোনার টিকা পাবে ৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষ: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ বা ৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষ ৬ কোটি ৮০ লাখ ডোজ টিকা পাবে। বিতরণ কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ে দেশের ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ দুই সপ্তাহের ব্যবধানে দুই ডোজ টিকা পাবে।

বুধবার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে টাঙ্গাইল-৬ আসনের সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটুর লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

সংসদ নেতা বলেন, যথাসময়ে করোনাভাইরাসের টিকা প্রাপ্তির বিষয়ে সরকার শুরু থেকেই উদ্যোগ নেয়। সরকার ইতোমধ্যে সেরাম ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়া এবং বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা উদ্ভাবিত কোভিড-১৯ টিকা কোটি বা ততোধিক ডোজ ক্রয় করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। এসব টিকা জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহেই দেশে আসবে বলে আশা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৬৪ জেলা ও ৪৮৩টি উপজেলা ইপিআই স্টোরে এসব টিকা সংরক্ষণ করা হবে। চুক্তি অনুযায়ী কোটি বা ততোধিক ডোজ টিকা ৬টি ধাপে সরাসরি বাংলাদেশের ৬ জেলায় নির্ধারিত ইপিআই কোল্ডস্টোরসমূহে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করবে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড।

উপহারের ২০ লাখ এবং ক্রয়কৃত ৫০ লাখ ডোজ টিকা সংরক্ষণ ও বিতরণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আগামী ৬ মাসের মধ্যে সব টিকা পাওয়া যাবে। এর বাইরে প্রয়োজনে আরও টিকা ক্রয় করা হবে।

সিইসির দেখা পেলেন না মওলানা ভাসানীর মেয়ে

পৌরসভায় সুষ্ঠু ভোটের দাবি নিয়ে এসে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কেএম নূরুল হুদার দেখা পাননি জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মেয়ে মাহমুদা খানম ভাসানী।

সোমবার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সিইসির সঙ্গে দেখা করতে না পেরে তার একান্ত সচিবের কাছে দুইটি অভিযোগের কপি জমা দেন।

টাঙ্গাইল পৌরসভায় মেয়র পদে নির্বাচন করছেন মাহমুদা খানম ভাসানীর ছেলে মো. মাহমুদুল হক।

টাঙ্গাইল পৌরসভা নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী এসএম সিরাজুল হক আলমগীর ও টাঙ্গাইল-৫ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ ছানোয়ার হোসেনের নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত দুইটি অভিযোগ সিইসির দপ্তরে জমা দিয়ে যান। অভিযোগের সংশ্লিষ্ট অডিও রেকর্ড, স্থিরচিত্র এবং বিভিন্ন অভিযোগের কপি যুক্ত করা হয়েছে।

অভিযোগ জমা দেওয়ার পর মাহমুদা খানম ভাসানী সাংবাদিকদের বলেন, আমরা আসছিলাম তার সাথে দেখা করতে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা না করাটা দুঃখজনক। আমরা সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে আসছিলাম। সুষ্ঠু নির্বাচন করা সিইসির দায়িত্ব।

যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে মাওলানা ভাসানীর যে অবদান সেসব বিবেচনা করে হলেও সিইসির দেখা করা উচিত ছিল।

তৃতীয় ধাপে আগামী ৩০ জানুয়ারি এই পৌরসভায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশন শুরু

একাদশ জাতীয় সংসদের একাদশ ও ২০২১ সালের প্রথম অধিবেশন সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে পুনরায় শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে একটি বিল উত্থাপনের পরে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা।

এর আগে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয় চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি।

দেশে পৌঁছেছে করোনার ৫০ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন

ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে সরকারের কেনা অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা ৫০ লাখ ডোজ দেশে পৌঁছেছে। আজ সোমবার সকাল ১১টার কিছু পর রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজে এসব ভ্যাকসিন এসে পৌঁছায়। ভ্যাকসিনের বিষয়ে আজ সকাল সাড়ে ১১টায় ব্রিফ করবে বেক্সিমকো।

টিকা সংরক্ষণের জন্য বেক্সিমকোর ওয়্যারহাউসে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারিখে তা জেলা-উপজেলার নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দেবে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড।

এই টিকার বাইরে দেশের ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে কর্মরতদের সুরক্ষায় ১০ লাখ ডোজ টিকা আনবে বেক্সিমকো।

গতকাল স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে সরকার অক্সফোর্ড-

অ্যাস্ট্রাজেনেকার যে ৩ কোটি ডোজ টিকা কিনছে, তার প্রথম চালানের ৫০ লাখ ডোজ টিকা সোমবার (আজ) দেশে আসতে পারে। সেজন্য প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিকা দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশেও সে অনুযায়ী টিকা দেওয়া হবে।

হাসপাতালের ১০ জরুরি পরীক্ষার ফি নির্ধারণ

অদেশের সব বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগীকে দেওয়া অক্সিজেনের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সরকার। শুধুই অক্সিজেন নয়, কোভিড-১৯ সম্পর্কিত আরো ১০টি বিষয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি (মূল্য তালিকা) নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই মূল্য নির্ধারণ করেছে।

এই তালিকা সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে উন্মুক্ত স্থানে (দৃশ্যমান) টাঙ্গাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহ) ডা. মো. ফরিদ হোসেন মিঞার স্বাক্ষরে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

দেশের সব বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নতুন মূল্য তালিকা অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকা শিগগিরই হাইকোর্টে দাখিল করা হবে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

হিউম্যান রাইটস ল’ইয়ার্স অ্যান্ড সিকিউরিং এনভায়রনমেন্ট সোসাইটি অব বাংলাদেশের কোষাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট মো. শাহ আলমের করা এক রিট আবেদনে হাইকোর্ট ২০১৮ সালের ২৪ জুলাই অন্তবর্তীকালীন নির্দেশনা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় গতবছর ১৩ ডিসেম্বর হাইকোর্ট এক আদেশে মূল্য তালিকা নির্ধারণ করে তা উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শনের

জন্য সাত দিনের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন। এ অবস্থায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মূল্য তালিকা র্নিধারণ করে তা মেনে চলার নির্দেশনা দিয়েছে।

নির্ধারিত অক্সিজেনের মূল্য

নতুন নির্দেশনায় একক অক্সিজেন সিলিন্ডার ও মেনিফোল্ড অক্সিজেন সিলিন্ডার সিস্টেমে ঘণ্টায় ২ থেকে ৫ লিটার অক্সিজেন ব্যবহারের জন্য ১০০ টাকা, ৬ থেকে ৯ লিটারের জন্য ১২৫ টাকা এবং ১০ থেকে ১৫ লিটারের জন্য ১৫০ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেমে (জেনারেটর বেইজড) ঘণ্টায় ২ থেকে ৫ লিটার অক্সিজেন ব্যবহারের জন্য ১২০ টাকা, ৬ থেকে ৯ লিটারের জন্য ৩শ টাকা এবং ১০ থেকে ১৫ লিটারের জন্য ৩৫০ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেমে (লিক্যুইড অক্সিজেন ট্যাংক বেইজড) ঘণ্টায় ২ থেকে ৫ লিটার অক্সিজেন ব্যবহারের জন্য ১২০টাকা, ৬ থেকে ৯ লিটার ব্যবহারের জন্য ২৫০ টাকা এবং ১০ থেকে ১৫ লিটার ব্যবহারের জন্য ৩শ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেমে হাইফ্লো নেজাল ক্যানুলা দিয়ে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ লিটার অক্সিজেন ব্যবহারের মূল্য ৫শ টাকা নির্ধারণ করার হয়েছে।

অন্যান্য জরুরি ১০টি পরীক্ষার মূল্য

সিবিসি পরীক্ষার স্থিরকৃত সর্বোচ্চ মূল্য ধরা হয়েছে ৪শ টাকা। এছাড়া সর্বনিম্ন ৪শ ও সর্বোচ্চ মূল্য ৬শ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সিআরপি পরীক্ষার স্থিরমূল্য ৬শ টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬শ থেকে ৯শ টাকা।এলএফটি পরীক্ষার স্থিরমূল্য নির্ধারণ করেছে একহাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ৯৫০ থেকে একহাজার ৬শ টাকা। এস.ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষার স্থিরমূল্য ৪শ টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ৩শ থেকে ৬৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এস ইলেক্ট্রোলাইট পরীক্ষার স্থিরমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে একহাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ৮৫০ থেকে ১৪৫০ টাকা।

ডি. ডিমার পরীক্ষার স্থিরমূল্য দেড় হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ও

সর্বোচ্চ মূল্য ধরা হয়েছে ১১শ থেকে ৩ হাজার ২শ টাকা। এস. ফেরিটিন পরীক্ষার স্থিরমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১২শ টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ধরা হয়েছে একহাজার টাকা থেকে ২২শ টাকা। এস.প্রোকালসিটোনিন পরীক্ষার স্থিরমূল্য দুইহাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫শ থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা।

সিটি স্কেন (চেস্ট) এর স্থিরমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ৫ হাজার থেকে ১৩ হাজার টাকা। চেস্ট এক্স-রে (এ্যানালগ)’র স্থিরমূল্য ৪শ টাকা, এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩শ থেকে ৫শ টাকা এবং চেস্ট এক্স-রে (ডিজিটাল)’র স্থিরমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬শ টাকা। এর সর্বনিু ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫শ থেকে ৮শ টাকা।

ভাঙতে হবে স্বৈরাচারের দুঃশাসনের শৃঙ্খল: মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অর্ধশতাব্দি অতিক্রান্ত হলেও দেশীয় কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচার ঔপনিবেশিক প্রভুদের মতো দুঃশাসন চালাচ্ছে। জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা ও নির্ভয়ে কথা বলার অধিকার নেই। দেশ এখন ঘোর দুর্দিন অতিক্রম করছে।

শনিবার বিকেলে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান (২৪ জানুয়ারি) দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব।

মির্জা ফখরুল বলেন, দেশে ১৯৬৯ এর ন্যায় গণঅভ্যুথানের পরিস্থিতি

কতজন বসবে বেঞ্চে
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুটের কম হলে প্রতি বেঞ্চে একজন করে শিক্ষার্থী বসতে পারবে। বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ থেকে সাত ফুট হলে প্রতি বেঞ্চে দুজন করে শিক্ষার্থী বসতে পারবে। যদি বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট বা তার বেশি হয়, তবে প্রতিটি বেঞ্চে দুজন করে ছয়টি বেঞ্চে ১২ জন শিক্ষার্থী বসতে পারবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুর কয়েকটি ধাপ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার জন্য কয়েকটি ধাপের কথা বলেছে মাউশি। এই নির্দেশিকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার জন্য যে ধাপগুলো বিবেচনা করা হয়েছে, তা হলো-

১.নিরাপদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা করা।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করা।

৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিরাপদে চালু করা।

৪. শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালে করোনার বিস্তাররোধে পদক্ষেপ নেওয়া।

‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ’ শীর্ষক নির্দেশিকায় স্কুল-কলেজ খোলার আগে পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আকর্ষণীয় করাসহ স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিফটিং করে নিরাপদ দূরত্বে ক্লাসে বসা, প্রথম ১৫ দিন সহ-শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি এবং দুই মাসের মধ্যে কোনো পরীক্ষা না নেওয়ার কথা বলা হয়েছে নির্দেশনায়। ৩৯ পৃষ্ঠার নির্দেশনাটি ইউনিসেফের সহযোগিতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে নতুন স্বাভাবিকতা (নিউ নরমাল) হিসেবে বিবেচনা করে এই নির্দেশিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংক্রমণের বিস্তার রোধে ব্যবস্থা
কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে প্রতিদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় সবার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সবার জন্য মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষার্থীরা যাতে শারীরিক

হবে, যাতে কোনো শিক্ষার্থী মাস্কের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত না থাকেন। স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে হটলাইন নম্বর দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে রাখতে হবে।

আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন : প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে দেশের ৪৯২টি উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করতে পারা বড় আনন্দের।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। এদিন দেশের ৪৯২ উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকাঘর হস্তান্তর করেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। গৃহহীন পরিবারকে গৃহ দিতে পারছি, এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের। আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরীব অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এই গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।’

এ সময় লাইভে যুক্ত ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা। এছাড়াও দেশের সব উপজেলা অনলাইনে যুক্ত হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রায় নয় লাখ মানুষকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকাঘর উপহার দেয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ঘর পেল প্রায় ৭০ হাজার পরিবার। আগামী মাসে আরো ১ লাখ পরিবার বাড়ি পাবে। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ন প্রকল্পের তৈরি

ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

প্রসঙ্গত, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ পালন করছে সরকার। বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতির পিতার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমি ও গৃহহীন আট লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আজ উদ্বোধনের পর পর্যায়ক্রমে এ তালিকার সবাই এই সুবিধা পাবে।

উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)। দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর, সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এই কাজ করছে। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে ‘স্বপ্ননীড়’, কোথাও নামকরণ হচ্ছে ‘শতনীড়’, আবার কোথাও ‘মুজিব ভিলেজ’।

সরকারের এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এই প্রকল্পের পরিচালক মাহবুব হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন।’

আবারও পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ার প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের

আবারও পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের প্রতি পূর্ণ ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশ। শুক্রবার জাতিসংঘের বেশকিছু সদস্যরাষ্ট্র আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ প্রতিশ্রুতির কথা জানান